ঝিনাইদহ -চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণহানি ২, আহত ১

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনাইদহ -চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটি মোড় নামকস্থানে দাড়িয়ে থাকা ছোট ট্রাকের পিছনে বড় ট্রাকের ধাক্কায় ২ জন নিহত হয়েছেন। সেসময় আহত হয় আরো একজন।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ভোর আনুমানিক ৫ টা দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হল, ফরিদপুর জেলার সালতা থানার বড় -কাউনিয়া গ্রামের বাসিন্দা আনিছুর রহমান (৬৫) এবং একই উপজেলার ভাওয়াল গ্রামের ফারুখ মাতুব্বর (৪৫)।

আহত ব্যক্তি একই উপজেলার ভাওয়াল গ্রামের মতিয়ার রহমান। তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে ঘটনাস্থলে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকের চালককে পাওয়া যায়নি। নিহত ও আহত ব্যক্তিরা ফরিদপুর জেলার শাওতাল এলাকা থেকে কলা কিনতে মেহেরপুর যাচ্ছিলেন।

জানা যায়, সকালে ফরিদপুর থেকে ঝিনাইদহ হয়ে মিনি ট্রাকে মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিল চালকসহ ৪ ব্যক্তি। পথিমধ্যে ঝিনাইদহ -চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের সাধুহাটি নামক স্থানে পৌছালে স্পিডব্রেকার অতিক্রম করে সামনের দিকে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই জন নিহত হয়। সেসময় আহত হয় আরও এক জন। তবে সেসময় ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান জানান, আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ শাহীন উদ্দিন জানান, আমি দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গাতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা নিহত ১, আহত ১

চুয়াডাঙ্গার বড়শলুয়া গ্রামে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কায় চালক হাদিউর রহমান হৃত্তিক (৩২) নামের একজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল আরোহী মারাত্মকভাবে জনি (৩০)।

এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল মঙ্গলবার (৯ জুলাই) দিনগত রাত ৩টার দিকে বড়শলুয়া নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের কাছে।

নিহত হাদিউর রহমান তিতুদহ ইউনিয়নের বলদিয়া গ্রামের বিশ্বাস পাড়ার মোহাফিজুর রহমান শান্তির ছেলে এবং আহত জনি একই ইউনিয়নের একই গ্রামের দাসপাড়ার আব্দুল জলিলের ছেলে। নিহত হাদিউর রহমান হৃত্তিক বড়শলুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম নৈশপ্রহরী পদে কর্মরত ছিলেন।

গ্রামবাসীদের বরাত দিয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা জানান, হাদিউর রহমান হৃত্তিক ও জনি দুই বন্ধু গভীর রাতে মোটরসাইকেল যোগে বাড়ী ফিরছিলেন। এ সময় বড়শলুয়া নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজের কাছে পৌঁছুলে দ্রতগতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে দু’জনেই মারাত্মকভাবে আহত হন। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক হাদিউর রহমান হৃত্তিককে মৃত ঘোষণা করেন এবং আহত জনি আহমেদকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

ঝিনাইদহে সামাজিক দ্বন্দের জেরে বাড়ি ঘরে হামলা-ভাংচুর, আহত-১

ঝিনাইদহ পৌর এলাকার পবহাটি গ্রামে সামাজিক দ্বন্দের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট করা হয়েছে। এসময় রইচ আলী লস্কর নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে পবহাটি বেলতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত রইচ আলী লস্করের চাচা শরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে পবহাটি গ্রামের আলতাফ হোসেন ফরিদ, কেরামত লস্কার, শামিম হোসেন, রাহাদ হোসেনসহ ১৬ জনের নাম উল্লেখ করে আরও অজ্ঞাত ৭/৮ জনের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। সরেজমিনে দেখা যায়, তিনটি বাড়িতে ভাংচুর, টাকা পয়সা লুটপাট ও সন্ত্রাসী তান্ডব চালিয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, ওই এলাকার মানুষ দুইটি সমাজে বিভক্ত। আর এই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক দ্বন্দের কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

উল্লেখ্য, আলতাফ হোসেন ফরিদ আদালতে চাকুরি করার কারণে সে দিন দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তার নেতৃত্বে গ্রামে অপকর্ম দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাকে এলাকাবাসী দ্রুত আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবী জানিয়েছেন।

আরও জানা যায়, স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে ঘটনার আগের দিন রাতে দুইশত টাকার মতো বাকি খাওয়া এবং পরদিন সেই টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ভুক্তভোগীরা সঠিক তদন্ত ও সুবিচারের আশায় প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহীন উদ্দিন জানান, শহরের পৌর এলাকার পবহাটি গ্রামে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত স্বাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিদ্যুতের পিলার থেকে তার ছিঁড়ে নিহত ১: আহত ১

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিদ্যুতের মেইন লাইনের তার ছিড়ে রাস্তায় পড়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে আরও একজন। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলা শহরের কলেজ বাস স্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানায়, বিকেলে শহরের কলেজ বাসস্ট্যান্ডে কাজ করছিলো উপজেলার ফতেপুর গ্রামের কাঠমিস্ত্রি খোকন সেন। এসময় ওজোপাডিকোর মেইন তার ছিড়ে তার গায়ের উপর পড়ে আগুন ধরে যায়। এতে বিদ্যুতায়িত হয়ে ও আগুনে পুড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। আহত হয় মহেশপুর পৌরসভার বেগমপুর গ্রামের কিশোর তানজিল হোসেন।

মৃত খোকন সেন (৪৫) ফতেপুর ইউনিয়নের ফতেপুর মিস্ত্রী পাড়ার মৃত দুলাল মজুমদারের ছেলে। গুরুতর আহত মো. তানজিল হোসেন (১৪) মহেশপুর পৌরসভার বেগমপুর গ্রামের আমিনুর রহমানের ছেলে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত তানজিলকে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে যশোর জেনারেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকরা।

মহেশপুর সীমান্তে স্বর্ণের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দু’জনকে গুলি করে হত্যা,আহত ১

স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জের ধরে শামীম মন্ডল (৩৫) ও মন্টু মন্ডল (৪৭) নামের দু’জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এসময় নিহত শামীমের বাবাও সামছুল মন্ডল (৬৫) গুলিতে আহত হয়। তাকে আহত অবস্থায় মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ নিহতদের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।

এ ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার বিকাল ৪টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের সীমান্ত বর্তী বাঘাডাঙ্গা গ্রামে। তবে ঘাতক তরিকুল ইসলাম ওরফে আকালেকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

এলাকাবাসী জানান, বাঘাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকা দিয়ে র্দীঘ দিন ধরে শামীম,মন্টু,তরিকুলসহ ৫/৬ জন স্বর্ণের চারাচালান ব্যবসা করে আসছিলো। আর স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

নিহত শামীমের চাচাতো ভাই কামরুজ্জামান জানান, তাদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনে আজ বুধবার বিকালে ঘাতক বাঘাডাঙ্গা গ্রামের পনিআটি পাড়ার টেনা মন্ডলের ছেলের তরিকুল ওরফে আকালের কাছে পাওনা টাকা চাইতে যায় বাঘাডাঙ্গা গ্রামের সামসুল মন্ডলের ছেলে শামীম ও একই গ্রামের মন্টু। তখন তরিকুল, শামীম ও মন্টু মধ্যে টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এর এক পর্যায়ে তরিকুল ওরফে আকালের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে শামীম ও মন্টুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে মহেশপুর থানা পুলিশ ঘটনা স্থল থেকে ২টি গুলির খোশা ও তীরধনুক উদ্ধার করেছে।

নেপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামছুল আলম মৃধা জানান, তাদের মধ্যে চোরাচালানের টাকা পয়সা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনেই এই হত্যা কান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মাহাবুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, নিহতদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার নিহতদের লাশ ঝিনাইদহ মর্গে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান, আসামী ধরতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলছে।

দামুড়হুদা-জীবননগরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্র সহ নিহত ২, আহত ১

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা ও জীবনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় কলজ ছাত্র সহ ২ জনের মত্যু হয়েছে। পুলিশ জানায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজলার খলিশাগাড়ি গ্রামর মজিদ আলির ছেল সালমান আলি (৪২) আলমসাধু চালিয়ে বাজার থেকে বাড়ি আসছিল।

এ সময় স্থানীয় মোড় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে নিজগাড়ির চাপায় ঘটনাস্থলেই সে মারাযায়। অপরদিকে দর্শনা-জীবননগর সড়কের উথলী মোল্লাবাড়ি পিকআপ-মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে। এতে মোটরসাইকেল চালক কলেজ ছাত্র দর্শনা রামনগরের মেহফুজের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অহত হয়েছে একই গ্রামের মোটরসাইকেল আরোহী নয়ন।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের সৌদি প্রবাসি হাসিবুলের ছেলে একই গ্রামের তার সহপাটি জিন্নার ছেলে নয়ন জীবননগর থেকে ফেরার পথে উথলী মোল্লাবাড়ি নামকস্থানে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে গুরতর জখম হয় মেহফুজ ও নয়ন। তাদেরকে স্থানীয়রা দ্রত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার উন্নতি না হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুজনকে রাজশাহী রেফার্ড করেন।

রাজশাহী নেওয়ার পথে পথিমধ্যে মারা যায় মেহফুজ (১৮)। মেহফুজের লাশ গ্রামে আনা হলে স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠে বাতাস গ্রামে নেমে আসে শোকের মাতম। কোন অভিযোগ না থাকায় জনাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে এক বেদনা বিধুর পরিবেশে দাফন সম্পর্ন করা হয়েছে।

এদিকে দূর্ঘটনার পরপরই জীবননগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পিকাপভ্যান ও মোটরসাইকেল জব্দ করেছে জীবননগর থানা পুলিশ। এ বিষয়ে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান জানান, দুর্ঘটনার পর পালিয়ে গেছে ট্রাকের চালক ও সহকারি হেলফার। জব্দ করা হয়েছে ট্রাকটি।ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে জমি নিয়ে সংঘর্ষে আহত -১

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে জমির সীমানা দখল নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কামরুজ্জামান (৫০) আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

আহত কামরুজ্জামানকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

রবিবার সকালে কুতুবপুর গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত কামরুজ্জামান বলেন আমার জমি, ১ নং আসামি মোঃ লিয়াকত আলী পিতা মোঃ আব্দুল বারী অনেক দিন যাবত দখল করে রেখেছে, আমি অনেক দিন জরিপ করার কথা বলার পরেও কোন প্রকার গ্রায্য করে না ।
আজ রবিবার সকালে আমরা আমাদের জমি জরিপ করে উক্ত জমি ঘিরতে গেলে গালিগালাজ শুরু করে এক পর্যায় লিয়াকত আলী আমার মাথায় হাসুয়া দিয়ে কোপ মারিলে মাথার বাম পাশে গুরত্বর যখম হয।পুনকা খাতুন ,লাকি আক্তার ,ও ইয়াকুব আলী বাশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করতে থাকে তখন আশে পাশের লোকজন ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। এ ঘটনায় আমি ও আমার পরিবার নিয়ে সংকিত রয়েছি।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, কুতুবপুর গ্রামের মধ্যপাড়া পিতা মৃত আব্দুল গফুর বিশ্বাসের ছেলে কামরুজ্জামানকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

জীবননগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কা নিহত ২, আহত ১

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কায় সেলিম উদ্দিন ও স্বপন আলী নামে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও একজন।

আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে জীবননগর উপজেলার উথলী-বেগমপুর সড়কের ছোটপোল নামক স্থানে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সেলিম উদ্দিন দামুড়হুদা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের নুর ইসলামের ছেলে। নিহত স্বপন আলী একই গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে

আহত হলেন- একই গ্রামের ইসলাম উদ্দিনের ছেলে রুবেল হোসেন (২৪) ।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান জানান, দুপুরে মোটরসাইকেলযোগে বেগমপুর থেকে উথলীর দিকে আসছিল তিন যুবক। এসময় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উথলী-বেগমপুর সড়কের ছোটপোল নামক স্থানে পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের সাথে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কের উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেলের ৩ আরোহী। তাদের উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সেলিম উদ্দিনকে মৃত ঘোষনা করেন। বাকী দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় আর একজনের মৃত্যু হয়।

ওসি আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে আধা বোতল বাংলা মদ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই তিন যুবক নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত : আহত-১

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ডিঙ্গেদহ বাজার সংলগ্নে সবজি বোঝায় পিকআপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী সরোজগঞ্জ বুড় পাড়ার গোলাম রসুলের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৩৫) নিহত হয়েছে।

আজ সন্ধ্যা নাগাদ ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ডিঙ্গেদহ বাজার সংলগ্ন মসজিদের সামনে মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন মোটরসাইকেল চালক ঝিনাইদহ এনায়েতপুর করিম মন্ডলের ছেলে রাসেল (২৩)।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, আহত ও নিহত দুজন ইলেক্টিশিয়ান মিস্ত্রি। সরোজগঞ্জ ছয়মাইল থেকে নিহত ও আহত দুজন বিদুৎতের কাজ শেষ করে বিদুৎতের কাজের মই নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সরোজগঞ্জ চারমাইলের দিকে আসছিল। এসময় চুয়াডাঙ্গা থেকে সরোজগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল সবজি বোঝায় পিকআপ। এসময় পিকআপের মুখোমুখি বিদুৎতের কাজের মই আটকে গিয়ে সংঘর্ষ হয় মোটরসাইকেলের সাথে। মোটরসাইকেলে থাকা চালকের পিছনের আরোহী আশরাফুল রাস্তায় ছিটকে পড়ে যেয়ে মারা যায়। আর মোটরসাইকেল চালক রাসেল গুরুত্বর ভাবে আঘাত পায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান জানান, ঘটনা স্থল থেকে পিকআপ চালক পালিয়ে যায়। সবজি বোঝায় পিকআপটি আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আর এই ঘটনায় নিহত পরিবারের কোন অভিযোগ নেই। তাই ময়না তদন্ত হবে না বলে জানা গেছে। পরিবার দাবি করে বলছে এই ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক ও আরোহি অসতর্ক ছিল। তাই ঘটনা ঘটেছে।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল-মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ; আহত ১

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোটরসাইকেল আরোহী সেলিম রেজা তপন মাইক্রোবাসের ধাক্কায় আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার দুপুরের দিকে আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের যাদবপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারাত্মক আহতাবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সেলিম রেজা তপন যাদবপুর গ্রামের মৃত সোবহান মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান,কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপন দুপুরের দিকে হারদীর থেকে মোটর সাইকেলযোগে আলমডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। যাদবপুর মোড়ের নিকট মসজিদের সামনে পৌঁছালে দুর্গাপুরের দিকে থেকে আসা একটি মাইক্রোবাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে সেলিম রেজা তপনের মুখে আঘাত লেগে রক্তাক্ত জখম হয়।

এ সময় তার জিকসার মোটর সাইকেলে দুমড়ে মুচড়ে যায়। মারাত্মক আহত তপনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে হারদী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। পরে তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।